ছিদ্র

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বাণীশিল্প
১১৩/ই, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
শ্রাবন ১৩৬৪

প্রকাশক ঃ
সমীর মুখোপাধ্যায়
বাণীশিল্প
১১৩/ই, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ
গৌতম রায়

মুদ্রাকর ঃ
বাণী মুদ্রণ
বংশীধর সিংহ
১২, নরেন সেন স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০০৯

বাঁধাই ঃ
জলিলউদ্দিন আহমদ
১৯/১ই, পাটোয়ার বাগান লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

কল্যাণ ও কাজলকে

ছিদ্র

প্রিয়লাল চোখ গোল করে মুরারীর হাতের যন্ত্রটা দেখল।

‘এটা কি ?’

‘ভ্রমর।’

‘এ দিয়ে কি হবে ?’ প্রিয়লাল হাত বাড়িয়ে যন্ত্রটা ধরতে গেল। মুরারী মাথা নাড়ল। প্রিয়লাল হাত গুটিয়ে নিল। ‘এটা দিয়ে কি কাজ হবে শুনি ?’

‘ওটা ছিদ্র করব।’ মুরারী চোখের ইশারায় পার্টিশনটা দেখাল। শব্দ না করে হাসল। ‘নিচের হার্মোনিয়ম বেহালার দোকান থেকে চেয়ে আনলাম।’

পার্টিশনের দিকে চোখ ঘুরিয়ে প্রিয়লাল একটু ভাবল।

‘এখনি জিনিসটা ফিরিয়ে দিতে হবে।’ হাতের ভ্রমর নামিয়ে রেখে মুরারী আস্তিন গুটাতে লাগল। ‘তুই এদিকে সরে আয়। ছিদ্রটা করে যন্ত্রটা ফিরিয়ে দিয়ে আসি, যখন-তখন ওদের কাজে লাগে ওটা।’

প্রিয়লাল বড় করে একটা ঢোক গিলল। পার্টিশনটার সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে দু পা সরে এসে ওদিকে মুখ করে দাঁড়াল।

‘টিন। ছেঁদা করতে গেলে ভয়ানক শব্দ হবে যে।’

‘তোর মাথা।’ মুরারী যন্ত্রটা হাতে তুলে নিল। ‘কাঠ। দেখছিস না কাঠের ওপর রং করা।’ এক পা এগিয়ে গিয়ে পার্টিশনের গায়ে আঙুল ঠুকল সে। ‘ডাবড্যাব আওয়াজ হচ্ছে, শুনছিস তো, টিন হলে ঢং ঢং করত।’

প্রিয়লাল কিছুটা আশ্বস্ত হল। মাথাও নাড়ল।

'কিন্তু ছিদ্র করলে ওদিক থেকে বোঝা যাবে যে, ভয়ানক আপত্তি করতে পারে। মেয়েছেলে নিয়ে আছে।'

'মোটেই বোঝা যাবে না।' মুরারী একটু ঝুঁকে দাঁড়াল। বাঁ হাতে যন্ত্রটা কাঠের ওপর চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে হাতল ঘোরাল। সঙ্গে সঙ্গে একটা খরখর শব্দ হল।

'আরে আস্তে, ইস্—আস্তে!' প্রিয়লাল মুখ দিয়ে হিস্‌হিস্ আওয়াজ বার করল।

'কি হল!' রুষ্ট হয়ে মুরারী প্রিয়লালের দিকে চোখ ফেরাল। 'এমন করছিস কেন।'

'আরে শালা টের পাবে যে—'

'মোটেই না। ওপরে নিচে বত্রিশটা ঘরে বত্রিশটা ভাড়াটে। কোন্ ঘরে কি আওয়াজ হচ্ছে কান পেতে শুনতে মানুষের বয়ে গেছে!'

'উঁহু।' আঙুল দিয়ে প্রিয়লাল পার্টিশনের ওপিঠটা দেখাল। 'ওরা শুনবে—ওরা টের পাবে।'

'তোর যেমন মাথা।' মুরারী ভেংচি কাটল। 'ইঁদুরে বেড়ার গায়ে শব্দ করছে, তুই তোর ভাঙ্গা চিরুনির ময়লা সাফ করতে ওটা কাঠের ওপর জোরে জোরে ঘষছিস, আমি ঝাড়ন দিয়ে আমাদের দিকের পার্টিশনের মাকড়সার জাল ভাঙ্গছি—কত কি আওয়াজ হয় একটা ঘরে—কাঠে ছেদা করছি বুঝতে যাবে কেন।'

একটু ভাবল প্রিয়লাল। তারপর আবার চোখ বড় করল।

'কিন্তু কাঠ যখন ছেঁদা হয়ে যাবে তখন ওদিক থেকে ফুটোটা ওদের চোখে পড়বেই—'

এবার মুরারী হাসল। এসিডে খাওয়া সব কটা দাঁত দেখা গেল।

'একটুও চোখে পড়বে না। তুই ভাবছিস কি। এদিকের ফুটো হবে পয়সার মাপের—হুঁ, নয়া পয়সার, তার বড় না, তারপর ছেঁদাটা